দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার উপকরণ

শিক্ষার ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। আর অন্যান্য শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন ধরনের। কারণ, এখানে ছোট ছোট শিশুদের অক্ষরের সাথে পরিচয় ঘটে। আর এটিই হলো শিক্ষার মূল ভিত্তি। এ জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয় মৌলিক শিক্ষা। একটি শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন সে নিজেকে ছাড়া বাইরের তেমন কাউকে চেনে না। তাই তাকে প্রকৃত শিক্ষায় আকৃষ্ট করতে হলে আশ্রয় নিতে হয় বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের। শিক্ষার উপকরণ ব্যতীত শিশুকে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া যায় না। আর শিক্ষার সাথে আনন্দ খুঁজে পায় না বলেই আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশু স্কুলে যেতে অনীহা প্রকাশ করে।

পঠিত পাঠের সাথে দৈনন্দিন চেনা-জানা বিষয়ের মিল খুঁজে দেখা মানুষের সহজাত অভ্যাস। শিশুরাও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। তাই শুধু পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হলে তা শিশুর মনে দাগ কাটতে পারে না।

শিশুর সৃজনী এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করার জন্যই শিশুদের আনন্দের বা খেলা-ধুলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। সুতরাং আমরা যদি ছোট থেকেই শিশুর সুপ্ত প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে না পারি তাহলে জাতি ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক থেকে বঞ্চিত হবে। এ জন্যই প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া অতীব জরুরী।

এটি শুধু যে প্রাথমিক পর্যায়েই প্রয়োজন তা নয়, বরং শিক্ষার সর্ব ক্ষেত্রেই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শুধু পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া শিক্ষকের পক্ষে যেমন কঠিন, গ্রহণ করাও তেমন শিক্ষার্থীর জন্য সহজসাধ্য নয়। অপরপক্ষে যদি যথাযথ উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। তাহলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই তা সুবিধাজনক হবে। আর তাছাড়া ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেগুলো উপকরণ ছাড়া শিক্ষা দেয়া মোটেও সম্ভব নয়।

শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ অথবা তৈরী করা কিন্তু মোটেও কষ্টসাধ্য কাজ নয়। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি দ্বারাই এগুলো তৈরী করা যায়। কাঠ ও বাঁশ দ্বারা তৈরী করা যায় ম্যাজিক বাক্স, পেরিস্কোপ, নোটেশন ট্রে, টেস্ট বোর্ড ইত্যাদিও খুব সহজেই তৈরী করা যায়। এছাড়া আরো যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। তাদের সৃজনী এবং উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। নইলে, জাতি ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতিশীল ও যোগ্য নাগরিক লাভে বঞ্চিত হবে।

—মোঃ খালেদ হোসেন খান